# ষাট বছরে ইউনেস্কো ও বাংলাদেশের শিক্ষা

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

আজ ৪ নবেম্বর ষাট বছরে পা দিল জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো। ১৯৯৯ সালে মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানকারী, বিশ্বের ৬ হাজার ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাকারী জাতিসংঘের এ সংস্থাই ২০০৩ সালে তথ্য প্রকাশ করে, বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মাতৃভাষা বাংলার অবস্থান বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত ভাষাগুলোর মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থানে। ইউনেস্কোর উদ্যোগেই ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে আন্তঃসরকার সম্মেলনে 'শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশমালা' গৃহীত হয়। ১৯৮৮ সালে ইউনেস্কোর ৫ম সাধারণ অধিবেশনে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারিত হয় : 'শিক্ষকের মর্যাদানির্ভর করে শিক্ষার অবস্থানের ওপর, শিক্ষার অবস্থান নির্ভর করে শিক্ষকের মর্যাদার ওপর।' ২০০০ সাল থেকে ইউনেস্কো অব্যাহতভাবে বলে আসছে যে বিশ্বায়ন, এইডস, মাদকের ক্রমবর্ধমান অপব্যবহার রোধ, বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও সংঘাত পরিহারে এবং নতুন নতুন তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির বিকাশে শিক্ষাই প্রধান মাধ্যম। সে বিবেচনায় প্রতিটি দেশে শিক্ষকদের অধিকতর মর্যাদা প্রাপ্য এবং তাঁদেরকে দৃঢ় সমর্থন প্রদান নিশ্চিত করা আবশ্যক। "একুশ শতকের জন্য শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের" প্রধান জেকুইস ডেলরসের ইউনেস্কোর কাছে পেশকৃত প্রতিবেদনেও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে : "শিক্ষার গুণগতমান নির্ভর করে শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, সামাজিক মর্যাদা ও কর্ম-অবস্থার উন্নয়নের ওপর।"

প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ের ঢাকা অফিস ১৯৯৬ সালে জানুয়ারি মাস থেকে কার্যক্রম শুরু করে যার মূল দক্ষ্য শান্তি সহনশীলতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রকল্প রূপায়ণ। ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের ৭নং ধারা অনুসারে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের পর শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি করে ৬৯ সদস্যবিশিষ্ট ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন বাংলাদেশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করে আসছে। তা কার্যত খুব একটা উল্লেখযোগ্য না হলেও নির্দলীয় অবস্থান বজায় রেখে আসছিল। কিন্তু বিদায়ী জোট সরকারের আমলে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের ধারাবাহিকতায় ইউনেস্কো বাংলাদেশ কমিশনকেও দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। দেশের সর্ববৃহৎ পেশাজীবী সম্প্রদায় ৫ লক্ষাধিক বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের জোট সরকারের ৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন, দুর্নীতি, দলীয়করণ, ইউনেস্কো, আইএলও মর্যাদা সনদ লঙ্ঘন, ব্যয়বহুল সঙ্কোচনমূলক শিক্ষাব্যবস্থা এবং অমানবিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। একমুখী শিক্ষার নামে শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে অন্ধকারে রেখে শিক্ষা ধ্বংসের খেলাকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করতে হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে ঐ অধ্যায় না পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে শিক্ষক সমাজকে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের অনুকূল পীঠস্থান হিসাবে কাম্য হলেও জোট সরকারের পুরো সময়টাতেই শিক্ষাঙ্গন পাঠদান ও গ্রহণ নয়– দলীয়করণ ও শিক্ষক-কর্মচারী নির্যাতনস্থল হিসাবেই অধিক পরিচিত ছিল। এমন কোন জেলা-উপজেলা নেই যেখানে শিক্ষক কর্মচারীদের হয়রানি, বে-আইনীভাবে চাকরিচ্যুত, সাময়িক বরখাস্ত করা হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বহু শিক্ষক- কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধা দেয়া হয়েছে। জোরপূর্বক সাদা কাগজে পদত্যাগপত্র দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এমনকি অনেকে আদালতের রায় পেয়েও প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে পারেননি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একের পর এক কালাকানুন জারি করে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষকদের অধিকারগুলো হরণ করা হয়েছে। 'স্টপ পেমেন্ট' আদেশ জারি করে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ করে দিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে মরার ব্যবস্থা করেছে।

**শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মৌলিক দাবিগুলো বাস্তবায়ন না করে, ১০%-এর পরিবর্তে ৫% প্রদান করে তাও আবার জুলাই থেকে না দিয়ে সেপ্টেম্বর থেকে দিয়ে, বিদায়ী সরকার প্রতারণাপূর্ণ পন্থায় শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা কেড়ে নিয়েছে**

শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মৌলিক দাবিগুলো বাস্তবায়ন না করে, ১০%-এর পরিবর্তে ৫% প্রদান করে তাও আবার জুলাই থেকে না দিয়ে সেপ্টেম্বর থেকে দিয়ে, বিদায়ী সরকার প্রতারণাপূর্ণ পন্থায় শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা কেড়ে নিয়েছে। ক্ষমতা হাড়ার শেষ দিনেও শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ২টি নতুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন, ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে অনুমোদনহীন ৮টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত অনিয়ম ও কেলেঙ্কারির বিষয়ও সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মনে করি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ও সঙ্কট নিরসনে বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই সময়োচিত, যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে।

*[লেখক শিক্ষক নেতা]*